

💵 মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৪৯৮

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৫২, প্রথম অনুচ্ছেদ - বৃষ্টির জন্য সালাত

بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ

আরবী

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يرى بَيَاض إبطَيْهِ

বাংলা

১৪৯৮-[২] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতিসকা (বৃষ্টির জন্য সালাত) ছাড়া আর অন্য কোন দু'আয় হাত উঠাতেন না। এ দু'আয় তিনি এত উপরে হাত উঠাতেন যে তাঁর বগলের শুদ্র উজ্জ্বলতা দেখা যেত। (বুখারী, মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ১০৩১, মুসলিম ৮৯৫, নাসায়ী ৭৪৮, ইবনু মাজাহ্ ১১৮০, মুসনাদ আল বাযযার ৬৮৪৫, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৭৯১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ৬৪৪৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১৬৩।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: হাফিয ইবনু হাজার বলেন, ইস্তিসকা ব্যতীত অন্য কোন দু'আয় হাত তুলতেন না- এ হাদীসের প্রকাশ্য ভাষ্য যে ইস্তিসকা ব্যতীত সকল দু'আ হাত উত্তোলনকে নিষেধ করে। আর এ হাদীস অন্য হাদীসসমূহের বিপরীত যেখানে হাত উত্তোলনের কথা বলা হয়েছে। অনেকে হাত উত্তোলনকে উত্তম 'আমল বলে রায় দিয়েছেন এবং তারা আনাস (রাঃ)-এর উক্ত হাদীসে তাঁর অন্যকে হাত উত্তোলন না দেখা আবশ্যক করে না যে অন্যরা হাত তুলে না আর (কায়েদানুসায়ী) হ্যাঁ সূচক বর্ণনাগুলো না সূচক বর্ণনার উপর প্রাধান্য পাবে।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত



পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন